নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ১৬৫৯/২০১৫

মোঃ সাইজ উদ্দিন

---- সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

---- প্রতিবাদীপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট মোঃ লুৎফর রহমান

---- আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

---- রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২১.০৬.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ, ১ম আদালত, গাজীপুর কর্তৃক দায়রা মামলা নং ৭১২/২০১৩ (সি,আর মামলা নং ১৮২/২০১৩ The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১৩৮ হতে উদ্ভুত) শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২৩.০৪.২০১৪ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আসামী মোঃ সাইজ উদ্দিনকে The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১৩৮ এর অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করে ১(এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ২,৫৩,৪৩০/-(দুই লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার চারশত ত্রিশ) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। উক্ত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী মোঃ সাইজ উদ্দিন ফৌজদারী আপীল নং ১৯৩/২০১৫ দাখিল করলে বিজ্ঞ দায়রা জজ, গাজীপুর শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২৩.০৯.২০১৫ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে ফৌজদারী আপীলটি আপীলটি না-মঞ্জুর করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-আপীলকারী মোঃ সাইজ উদ্দিন অত্র ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমাটি দায়ের করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

অত্র মোকদ্দমা নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ব্রাক ব্যাংক বিডিপি প্রগতি কর্মসুচী কাপাসিয়া শাখা, গাজীপুর অত্র আসামী দরখাস্তকারী মোঃ সাইজ উদ্দিন এর

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিরুদ্ধে বিগত ইংরেজী ০৯.০৬.২০১৩ তারিখে বিজ্ঞ জেষ্ঠ্য বিচারিক হাকিম, গাজীপুর আদালতে সি,আর মোকদ্দমা নং ১৮৩/২০১৩ The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ দাখিল করে। মুহাম্মদ আলী আহসান, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, ১ম আদালত, গাজীপুর দায়রা মামলা ৭১২/২০১৩ (সি,আর মোকদ্দমা নং ১৮৩/২০১৩ The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১৩৮) শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২৩.০৪.২০১৪ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামী মোঃ সাইজ উদ্দিন (পলাতক) এর বিরুদ্ধে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত পেয়ে অত্র আসামীকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে ১(এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং চেকে উল্লেখিত ১,২৬,৭১৫/- টাকার দিগুন ২,৫৩,৪৩০/- জরিমানা প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় দন্ডাদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে আসামী মোঃ সাইজ উদ্দিন ৪৮৬ (চারশত ছিয়াশি) দিন বিলম্বে ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং- ১৯৩/২০১৫ দাখিল করলে জনাব এ,কে,এম এনামুল হক, বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ, গাজীপুর ৪৮৬ (চারশত ছিয়াশি) দিন বিলম্ব মঞ্জুর না করে ফৌজদারী আপীলটি বিগত ইংরেজী ২৩.০৯.২০১৫ তারিখে সরাসরি খারিজ করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে আসামী আপীলকারী মোঃ সাইজ উদ্দিন অত্র ফৌজদারী রিভিশনটি দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন। আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব লুৎফর রহমান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম এবং দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব লুৎফর রহমান এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অত্র আসামী-দরখাস্তকারী বরাবর ব্রাক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ পত্রটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** *" **ঋণ পরিশোধ পত্র*** *ব্রাক মাইক্রোফাইনান্স জামিরারচর, কাপাসিয়া অফিস থেকে মোঃ সাইজ উদ্দিন, সদস্য নং ১০০৯, ২৪.০৭.২০১১ইং তারিখে ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহন করেন। বর্তমানে উক্ত ঋণী ১৮/০২/১৪ইং তারিখে ঋণটির সম্পুর্ণ বকেয়া পরিশোধ করেন।* *আমি তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।* *স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট* *২৩/০২/১৪* *নাম ঃ বিপ্লব কুমার ঘোষ* *পদবীঃ এলাকা ব্যবস্থাপক(প্রগতি)* *পিন ঃ ৪৯৮৩৯* *এলাকা ঃ কাপাসিয়া* *অঞ্চল ঃ গাজীপুর-১।"*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উপরিল্লিখিত ঋণ পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র পর্যালেচনায় এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, আসামী দরখাস্তকারী মোঃ সাইজ উদ্দিন বিগত ইংরেজী ১৮.০২.২০১৪ তারিখে তার বকেয়া ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন। দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ লুৎফর রহমান নিবেদন করেন যে, আসামী ব্যাংকের সমুদয় টাকা পরিশোধ করে দেওয়ার পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আসামীকে জানায় যে, ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট এ্যাডভোকেট বিজ্ঞ আপীল আদালতে যেয়ে মোকদ্দমাটি প্রত্যাহার করে নেবে। কিন্তু ব্যাংকের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট বিষয়টি আপীল আদালতকে অবগত না করায় আদালত আসামীর বিরুদ্ধে বর্নিত রায় প্রদান করেছেন। ব্রাক ব্যাংক কাপাসিয়া শাখার প্রত্যয়নপত্রটি পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, তারা অত্র আসামী থেকে ঋণের বিপরীতে সমুদয় টাকা বিগত ইংরেজী ১৮.০২.২০১৪ তারিখে সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় করে নিয়েছে। সুতরাং বিগত ইংরেজী ১৮.০২.২০১৪ এর পরে ব্রাক ব্যাংক বিডিপি প্রগতি কর্মসুচী কাপাসিয়া শাখা, গাজীপুর আর কোন পাওনা অত্র আসামী মোঃ সাইজ উদ্দিনের নিকট নেই। সার্বিক পর্যালোচনায় অত্র রুলটি চুড়ান্ত হওয়ার যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি খরচাসহ চুড়ান্ত করা হলো। বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ, ১ম আদালত, গাজীপর কর্তৃক দায়রা মামলা নং- ৭১২/২০১৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৩.০৪.২০১৪ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এবং বিজ্ঞ দায়রা জজ, গাজীপুর কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১৯৩/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৩.০৯.২০১৫ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল। আসামী-দরখাস্তকারী মোঃ সাইজ উদ্দিনকে প্রসিকিউশন পক্ষ কর্তৃক The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১৩৮-এ আনীত অভিযাগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের কপি প্রাপ্তির ১০(দশ) দিনের মধ্যে দরখাস্তকারী কর্তৃক আদালতে জমাকৃত চেকে বর্ণিত টাকার ৫০% দরখাস্তকারীকে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। ব্রাক ব্যাংকের অবহেলার কারনে অত্র আসামীর যে অপূরনীয় ক্ষতি হল তা টাকার অংকে মুল্যায়ন করা সম্ভব নয়। শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি স্বরুপ ব্রাক ব্যাংককে ১০ (দশ লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে আসামীকে জরিমানার ১০ (দশ লক্ষ) টাকা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় আসামী ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৮৬ ধারা মোতাবেক আদালতযোগে আদায় করে নিবেন। অত্র রায়ের অনুলিপি সহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।